দৈনিক সংবাদ

০৭/৭/২০০২

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যেভাবে মনোহরদীর পরীক্ষা কেন্দ্র নকলমুক্ত হলো

আয়োজন

বছর তিনেক দায়িত্ব পালনশেষে সম্প্রতি বদলি হয়ে অন্যত্র চলে গেছেন মনোহরদীর গুরুত্বপূর্ণ দুজন সরকারি কর্মকর্তা। তাদের একজন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সামসুদ্দিন আহমেদ ভুঁইয়া ও অপরজন হচ্ছেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) খ, ম কবিরুল ইসলাম। মনোহরদীর পাবলিক পরীক্ষাসমূহে বিদ্যমান এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ঘটাতে এ দু'সাহসী কর্মকর্তার অবদান ছিল অসামান্য। এক্ষেত্রে তাদের সততা, সাহসিকতা ও কর্মদক্ষতায় তারা মনোহরদীর শিক্ষাঙ্গনসমূহে আলোচিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য হয়ে আছেন।

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, ডিগ্রি (পাস)সহ দাখেল, আলেম ও কামেল পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহে এখানে দীর্ঘদিন ধরে এক অরাজক পরিস্থিতি চলছিল। ব্যাপক নকলবাজি, বহিরাগতদের কেন্দ্রে যথেচ্ছ অনুপ্রবেশসহ ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতিতে আকন্ট নিমজ্জিত ছিল মনোহরদীর পাবলিক পরীক্ষার কেন্দ্রসমূহ। এ অবস্থার জন্য প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক মণ্ডলী, অভিভাবক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষকমণ্ডলী, অভিভাবক শ্রেণী একে অপরের কাঁধে দোষ চাপিয়ে যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় পরীক্ষা কেন্দ্রে সংশ্লিষ্টরা দায়সারাভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছিলেন। এজন্য তাদের অনেককেই আত্মপীড়ন ও বিবেকের দংশনে ভুগতে দেখা যায়। তথাপি প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহসী হতে দেখা গেছে খুব কমই। কারণ হিসেবে তারা এ জন্য নিরাপত্তাহীনতার কথা উল্লেখ করেছেন বারবারই। এ পরিস্থিতিতে পরীক্ষা সংশ্লিষ্টদের কেউ কেউ সুযোগ বুঝে নানা দুর্নীতি ও অনিয়মের সাথে জড়িয়ে বেশ দু পয়সা বাড়তি রোজগারের ব্যবস্থা করে নেন বলেও অভিযোগ শোনা যায়। কারণ যাই থাক মনোহরদীর পাবলিক পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহে ন্যূনতম সুস্থ পরিবেশের অভাব ছিল এটি ঠিক। এ পরিস্থিতি চলে আসছিল এখানে দীর্ঘদিন ধরে।

এসব অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধে মনোহরদীর তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মনোয়ার ইসলাম একাধিকবার একাধিকভাবে চেষ্টা চালান। পরীক্ষা কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট সকল মনোহরদীর পাবলিক পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহের অনিয়ম দুর্নীতি রোধের ব্যর্থতা নিয়ে বদলির স্বাভাবিক নিয়মে তাকে অন্যত্র চলে যেতে হয়। মনোহরদীতে তার স্থলাভিষিক্ত হন সামসুদ্দীন আহমেদ ভুইয়া। এ সময় এখানে সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে কর্মরত ছিলেন খ. ম কবিরুল ইসলাম। ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে মনোহরদীতে একাধিক পাবলিক পরীক্ষায় দায়িত্ব

... তিনি। পাবলিক পরীক্ষাসমূহে অনিয়ম দুর্নীতিরো[ধে] ইতোপূর্বেকার ব্যর্থতাগুলোকে চিহ্নিত করে এ দু চৌকষ অফিসার একে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে তারা পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট সব মহলকে ঐক্যবদ্ধ করে কাজে নামেন। এ সময় ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে মনোহরদীর দুটি এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল হয়। পরে অবশ্য তদবিরের মুখে নরসিংদী সরকারি কলেজের ভেন্যু হিসেবে কেন্দ্র দুটিতে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হয়েছিল।

পরিবর্তীত পরিস্থিতিতে সৎ ও সাহসী এই দুই কর্মকর্তার পক্ষে কাজটি অনেক সহজ হয়। মনোহরদীর পাবলিক পরীক্ষাসমূহকে নকলমুক্তসহ এর যাবতীয় দুর্নীতি ও অনিয়ম রোধে তাদের সহযোগিতায় এ সময় এগিয়ে আসেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক, স্থানীয় রাজনীতিক, অভিভাবক ও সামাজিক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। এভাবে প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে এইচএসসি পরীক্ষাটি মোটামুটি সুস্থ পরিবেশে সম্পন্ন হয়। এভাবে একে একে ডিগ্রি (পাস), দাখেল, আলেম, কামেল সবগুলো পাবলিক পরীক্ষারই পরিবেশ উন্নত হয়। সর্বশেষ বিগত এইচএসসি এবং এসএসসি পরীক্ষাগুলো সম্পন্ন হয় এখানে সম্পূর্ণ নকল ও যাবতীয় দুর্নীতি এবং অনিয়ম মুক্ত পরিবেশে। অবস্থা দৃষ্টে মনোহরদীবাসী অনেকেই চিন্তাও করতে পারেনি যে, এখানকার পাবলিক পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে কখনো সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসতে পারে। অবশেষে কাঙ্ক্ষিত সুপরিবেশ অর্জিত হয় গত এসএসসি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে। এহেন একটি বিপ্লব সংগঠনের নেতৃত্বদানকারী মনোহরদী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সামসুদ্দিন আহমেদ ভুইয়া সম্প্রতি বদলি হয়ে ঢাকায় চলে গেছেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি) কবিরুল ইসলাম এখান থেকে বদলি হয়ে ঢাকায় চলে যান আরো কিছুদিন আগেই। এরা না থাকলেও মনোহরদীতে পাবলিক পরীক্ষায় সুপরিবেশ ফিরিয়ে আনাসহ এলাকার মান উন্নয়নে এই দুই কর্মকর্তার আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও বলিষ্ঠতা মনোহরদীবাসীর কাছে তাদের অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। তবে এক্ষেত্রে আরেকটি ক্ষেত্রে কথা না বললেই নয়। পাবলিক পরীক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে এখানে মূল্যও কম দিতে হয়নি পরীক্ষা সংশ্লিষ্টদের। এজন্য রোষানলে পড়তে হয়েছে অনেক শিক্ষককে। তারা অপমান, অপদস্ত হয়েছেন কম নয়। দৈহিক লাঞ্ছনাও সইতে হয়েছে কাউকে কাউকে। রক্তচক্ষু, হুমকি-ধামকিতো ছিলই। ঘটেছে ভাঙচুর, মানসিক নির্যাতন কতোকিছু। অবশেষে এসেছে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য। অর্জিত হয়েছে নকলমুক্ত পরিবেশ। দূর হয়েছে পাবলিক পরীক্ষা কেন্দ্রের অনিয়ম, দুর্নীতি। এর ধারাবাহিকতা রক্ষায় চাই প্রশাসনিক নিষ্ঠা ও বলিষ্ঠতা।